শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখাঃ কারিগরি-২
www.moedu.gov.bd

কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি নীতিমালা-২০১৮

২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন সার্ভেয়িং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ, ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক, ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি, ডিপ্লোমা ইন মেডিক্যাল টেকনোলজি, ২ বছর মেয়াদি এইচ.এস.সি. (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট), এইচ.এস.সি. (ভোকেশনাল), ডিপ্লোমা ইন কমার্স, সার্টিফিকেট ইন মেরিন ট্রেড এবং ১ বছর মেয়াদি স্কিল সার্টিফিকেট কোর্সের জন্য নিম্নরূপ **"কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ভর্তি নীতিমালা-২০১৮"** প্রণয়ন করা হলো।

১.০ সংজ্ঞা ঃ

১.১ 'বোর্ড' বলতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বোঝাবে;

১.২ 'কলেজ' ও 'ইন্সটিটিউট' বলতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড হতে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বোঝাবে;

১.৩ 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরম অর্থাৎ অনলাইনে প্রদর্শিত আবেদন ফরম বোঝাবে;

১.৪ 'শিক্ষার্থী'/'প্রার্থী' বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বোঝাবে।

২.০ শিক্ষাক্রম ও ভর্তির আবেদনের যোগ্যতা

শিক্ষাক্রম	ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা
২.১ সরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) ঃ ২.১.১ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (১ম ও ২য় শিফট) ২.১.২ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং (১ম ও ২য় শিফট) ২.১.৩ ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি ২.১.৪ ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং ২.১.৫ ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি	২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি. / দাখিল/ এস.এস.সি. (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ছেলেদের ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপিএ ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এবং মেয়েদের ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপিএ ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এবং 'ও' লেভেলে যেকোন একটি বিষয়ে 'সি' গ্রেড এবং গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে ন্যূনতম 'ডি' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
সরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) ২.১.৬ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ২.১.৭ ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ ২.১.৮ ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি	২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি. ও দাখিল/এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এবং 'ও' লেভেলে যে কোন একটি বিষয়ে 'সি' গ্রেড ও গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে নূন্যতম 'ডি' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

শিক্ষাক্রম	ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা
২.১.৯ সরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক	২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি. / দাখিল/ এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) / দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এবং এবং 'ও' লেভেলে যেকোন একটি বিষয়ে 'সি' গ্রেড এবং গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে নূন্যতম 'ডি' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে, তবে জীব বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞান বিভাগে পাসকৃতদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
২.২ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) ঃ ২.২.১ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ২.২.২ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ২.২.৩ ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং ২.২.৪ ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি ২.২.৫ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ২.২.৬ ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ ২.২.৭ ডিপ্লোমা ইন লেদার টেকনোলজি ২.২.৮ ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি	২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি. / এস.এস.সি. (ভোকেশনাল)/ দাখিল/ দাখিল (ভোকেশনাল)/ এস.এস.সি. সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং কমপক্ষে জিপিএ ২.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এবং 'ও' লেভেলে যেকোন একটি বিষয়ে 'ডি' গ্রেড এবং গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে নূন্যতম 'ই' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
২.৩ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) ঃ ২.৩.১ ডিপ্লোমা ইন ল্যাবরেটরি মেডিকেল টেকনোলজি (প্যাথলজি) ২.৩.২ ডিপ্লোমা ইন ডেন্টাল টেকনোলজি ২.৩.৩ ডিপ্লোমা ইন রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং টেকনোলজি ২.৩.৪ ডিপ্লোমা ইন ফার্মা টেকনোলজি ২.৩.৫ ডিপ্লোমা ইন অপটিক্যাল রিফ্র্যাকশন টেকনোলজি ২.৩.৬ ডিপ্লোমা ইন ফিজিওথেরাপী টেকনোলজি ২.৩.৭ ডিপ্লোমা ইন ইনটিগ্রেটেড মেডিক্যাল টেকনোলজি	২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এস.এস.সি. (বিজ্ঞান)/ সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কমপক্ষে জিপিএ ২.৫০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এবং 'ও' লেভেলে যেকোন একটি বিষয়ে 'ডি' গ্রেড এবং গণিতসহ অন্য যেকোন দুটি বিষয়ে নূন্যতম 'ই' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
২.৩.৮ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং টেকনোলজি (৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা) ঃ	২০১৪, ২০১৫ ও ২০১৬ সালে অনুষ্ঠেয় এস.এস.সি এবং সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ২.৫০ এবং ২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে এইচ.এস.সি এবং সমমানের পরীক্ষায় ন্যূনতম জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।
২.৪ সরকারি প্রতিষ্ঠান (২ বছর মেয়াদি) ঃ ২.৪.১ এইচ.এস.সি. (ভোকেশনাল)	এস.এস.সি. (ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা (ক্লাস্টার ভিত্তিক) ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পাসের সন শিথিলযোগ্য।

শিক্ষাক্রম	ভর্তির শিক্ষাগত যোগ্যতা
২.৫ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (২ বছর মেয়াদি) ঃ ২.৫.১ এইচ.এস.সি. (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) ২.৫.২ ডিপ্লোমা ইন কমার্স	২০০৫ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষা বোর্ড/উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এস.এস.সি. /এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) দাখিল / দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
২.৬ সরকারি প্রতিষ্ঠান (২ বছর মেয়াদি) ২.৬.১ সার্টিফিকেট ইন মেরিন ট্রেড	২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সনে এস.এস.সি./ এস.এস.সি.(ভোকেশনাল)/ দাখিল (ভোকেশনাল)/ দাখিল/ সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং সাধারণ গণিত বা উচ্চতর গণিতে জিপিএ ৩.০০ সহ কমপক্ষে জিপিএ ৩.০০ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।
২.৭ ১ বছর মেয়াদি কোর্সে ভর্তি ঃ ২.৭.১ স্কিল সার্টিফিকেট (সরকারি) ২.৭.২ হেল্থ টেকনোলজি এন্ড সার্ভিসেস (বেসরকারি)	অনুমোদিত সকল শিক্ষা বোর্ড/ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এস.এস.সি. / এস.এস.সি. (ভোকেশনাল)/ দাখিল/ দাখিল (ভোকেশনাল)/ সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এক্ষেত্রে পাসের সন শিথিলযোগ্য।

* 'ও' লেভেল থেকে পাসকৃত প্রার্থীদের জিপিএ সাধারণ শিক্ষা থেকে পাসকৃত প্রার্থীদের সাথে সমতুল্য করা হবে।

৩.০ ভর্তি কার্যক্রমের সময়সূচি ঃ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	শিক্ষাক্রম	ভর্তি কার্যক্রমের সময়সীমা	ক্লাস আরম্ভ
সরকারি	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (১ম ও ২য় শিফ্‌ট) ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং (১ম ও ২য় শিফ্‌ট) ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ ডিপ্লোমা ইন ফরেষ্ট্রি ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক ২ বছর মেয়াদি মেরিন ও শিপ বিল্ডিং ট্রেড সার্টিফিকেট ১ বছর মেয়াদি স্কিল সার্টিফিকেট	ভর্তি কার্যক্রম এক শিফ্‌টে অনুষ্ঠিত হবে। উভয় শিফ্‌টের (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে) ভর্তির সকল কার্যক্রম ১৫/০৫/২০১৮ খ্রিঃ থেকে ২৯/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। তবে আসন শূন্যতা বিবেচনায় অপেক্ষমান তালিকা থেকে মেধাক্রম অনুযায়ী ভর্তির লক্ষ্যে সময় বর্ধিত করা যাবে।	১১/০৮/১৮ শনিবার
বেসরকারি	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইন জুট টেকনোলজি ডিপ্লোমা ইন গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটার্ন মেকিং ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ ডিপ্লোমা ইন ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি ১বছর মেয়াদি সার্টিফিকেট ইন হেল্থ টেকনোলজি এন্ড সার্ভিসেস	ভর্তির সকল কার্যক্রম ১৫/০৫/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ হতে শুরু করে ৩১/০৭/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে। তবে আসন শূন্যতা বিবেচনায় ভর্তির সময় বর্ধিত করা যাবে।	১১/০৮/১৮ শনিবার

সরকারি/ বেসরকারি	এইচ.এস.সি. (ভোকেশনাল) এইচ.এস.সি. (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) ডিপ্লোমা ইন কমার্স	ভর্তির সকল কার্যক্রম ০৯/০৫/২০১৮ খ্রিঃ থেকে ৩০/০৬/২০১৮ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করতে হবে। তবে আসন শূন্যতা বিবেচনায় অপেক্ষমান তালিকা হতে ভর্তির লক্ষ্যে সময় বর্ধিত করা যাবে।	০১/০৭/১৮ রবিবার

৪.০ প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি ঃ

৪.১ প্রার্থী নির্বাচনে কোন ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল এস.এস.সি. বা সমমান পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৪.২ ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদনপত্র অন-লাইনের মাধ্যমে দাখিল করতে হবে। আবেদনের সময় সম্প্রতি তোলা ছবি সংযোজন করতে হবে। ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bteb.gov.bd এবং www.btebadmission.gov.bd বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাওয়া যাবে।

৪.৩ যে সকল আবেদনকারী (ক) মেধা তালিকায় স্থান পায়নি (খ) ভর্তি বাতিল করেছে (গ) মেধা তালিকায় স্থান পেয়েও ভর্তি হয়নি কিংবা (ঘ) কোটার আবেদন বাতিল হয়েছে সে সকল শিক্ষার্থী মেধা ও অপেক্ষমান তালিকা থেকে ভর্তি কার্যক্রম সমাপ্তির পর আসন সংখ্যা শূন্য থাকা সাপেক্ষে রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

৪.৪ ২০১৮ ও ২০১৭ সালে এস.এস.সি. পাসকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে জি.পি.এ. ৫.০০ প্রাপ্ত সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৬৮ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১৪ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১৪×৫=৭০ হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৬৮ উল্লেখ করা হয়েছে)। ২০১৬ সালে এস.এস.সি. পাসকৃত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জি.পি.এ.-৫ প্রাপ্ত সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৫৩ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জি.পি.এ. এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১১ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১১×৫=৫৫ হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৫৩ উল্লেখ করা হয়েছে)। ২০১৫ সালে এস.এস.সি. পাসকৃত শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে জি.পি.এ.-৫ প্রাপ্ত সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৪৮ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জি.পি.এ. এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১০ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১০×৫=৫০ হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৮ উল্লেখ করা হয়েছে)। এক্ষেত্রে ৬৮ পয়েন্ট ও ৫৩ পয়েন্ট কে ৪৮ পয়েন্টর সাথে সমতুল্য করে হিসাব করা হবে। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের পয়েন্ট, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এস.এস.সি'র পয়েন্ট, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পয়েন্ট ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পয়েন্ট এবং **'ও' লেভেলের** পয়েন্ট সমতুল্য করে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

৪.৫ ভর্তির ক্ষেত্রে সমান জি.পি.এ. প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত অথবা উচ্চতর গণিত/ বিজ্ঞানে প্রাপ্ত জি.পি.এ. বিবেচনায় আনতে হবে।

৪.৬ নীতিমালার ৪.৫ অনুচ্ছেদের আলোকে প্রার্থী নির্বাচন করা সম্ভব না হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান বা রসায়নে অর্জিত গ্রেড পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

৪.৭ ৪.৪ থেকে ৪.৬ অনুচ্ছেদের আলোকে মেধাক্রম নির্ধারণ করা সম্ভব না হলে বর্ণিত একই নিয়মে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হবে।

৪.৮ প্রার্থীকে আবেদনের নির্ধারিত স্থানে পছন্দ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান এবং টেকনোলজি / স্পেশালাইজেশন / ট্রেড সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

৪.৯ আবেদন ফরমে উল্লিখিত পছন্দের ভিত্তিতে এবং মেধা ও কোটার অনুসরণে প্রথম পর্বে / প্রথম বর্ষে ভর্তি করা হবে।

৪.১০ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ভর্তি কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সমন্বয় সাধন করবে।

৪.১১ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য মোট আসন সংখ্যার সমসংখ্যক একটি মূল তালিকা এবং আসন সংখ্যার সমসংখ্যক ১ম ও ২য় দু'টি অপেক্ষমানসহ মোট ০৩ (তিন) টি তালিকা মেধাক্রম অনুসারে (প্রাপ্ত নম্বরসহ) প্রণয়ন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল তালিকা একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নোটিশ বোর্ডে টানাতে হবে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৪.১২ নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আসন সংখ্যা পূরণ না হলে অপেক্ষমান তালিকা হতে সময়সূচি অনুযায়ী শূন্য আসনে কোটা ও মেধার ক্রমানুসারে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। অপেক্ষমান তালিকা হতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখের পরেও যদি আসন শূন্য থাকে, তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বন অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরো, বস্ত্র পরিদপ্তর, হ্যান্ডলুম বোর্ড, রাজশাহী জেলা পরিষদ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.১৩ এস.এস.সি.সহ ০২ (দুই) বছর মেয়াদি ট্রেড কোর্সে উত্তীর্ণ প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবে। তবে আবেদন ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখে প্রার্থীর বয়সসীমা অনুর্ধ্ব ২২ বছর হতে হবে। এস.এস.সি. ও ট্রেড পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/গ্রেড এর ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন ও ট্রেড সংশ্লিষ্ট টেকনোলজিতে ভর্তি করা হবে

৪.১৪ ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনায় তাৎক্ষণিক কোনরূপ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪.১৫ অন-লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকা টেলিটক মোবাইল/শিওর ক্যাশ/রকেট সার্ভিসের মাধ্যমে জমাদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০ (দশ)টি টেকনোলজি/ট্রেড-এ আবেদন করা যাবে। অন-লাইনে প্রতি শিফ্‌টের জন্য মাত্র একবারই আবেদন করা যাবে।

৪.১৬ যে কোন প্রতিষ্ঠান যে কোন টেকনোলজি/ট্রেড এ পছন্দক্রম প্রদানের সুযোগ থাকবে।

৫.০ এইচ.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে ভর্তির পদ্ধতি ঃ

৫.১ ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অন-লাইনের মাধ্যমে বোর্ড হতে ফরম ডাউনলোড করে আবেদন করতে হবে।

৫.২ অন-লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/-(একশত পঞ্চাশ) টাকা টেলিটক মোবাইল/শিওর ক্যাশ/রকেট সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী আবেদন করা যাবে।

৫.৩ এস.এস.সি. (ভোকেশনাল)/দাখিল(ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমে প্রচলিত বিভিন্ন ট্রেডের উপর ভিত্তি করে এইচ.এস.সি. (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের জন্য ক্লাস্টার (সংশ্লিষ্ট) ট্রেডে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

৫.৪ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এক বা একাধিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

৬.০ ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি ঃ

৬.১ ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে (সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য)ঃ

৬.১.১ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য ৫%, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৫% এবং এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫% এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সন্তানদের জন্য ২% আসনে মেধানুযায়ী (পছন্দক্রমে) শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

৬.১.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রার্থীদের ক্ষেত্রে তাদের মেধা এবং পছন্দ অনুযায়ী টেকনোলজি/ট্রেড বন্টন করতে হবে। এস.এস.সি. ও ট্রেড পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/গ্রেড এর ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন ও ট্রেড সংশ্লিষ্ট টেকনোলজিতে ভর্তি করা হবে।

৬.১.৩ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে মেয়েদের ২০% কোটা সংরক্ষিত থাকবে। তবে শর্ত থাকে যে, যোগ্য ছাত্রী না পাওয়া গেলে তা ছাত্রদের দিয়ে পূরণ করা যাবে। অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত মহিলা ১০%, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ঢাকা, চট্টগ্রাম, কাপ্তাই পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে প্রতিটিতে ৪টি করে আসন ও অন্যান্য ইন্সটিটিউটে ২টি (মেরিন ইন্সটিটিউটে প্রতিটি গ্রুপে ১টি) করে আসন সংরক্ষিত থাকবে।

৬.১.৪ এস.এস.সি.সহ ২(দুই) বছর মেয়াদি ট্রেড কোর্সে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৫% আসন সংরক্ষিত থাকবে।

৭.০ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার এর ক্ষেত্রে (সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য) ঃ

৭.১ ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার শিক্ষাক্রমের ক্ষেত্রে (ক) চাকুরীজীবী প্রার্থী ও (খ) নিয়মিত প্রার্থী (২০১৬, ২০১৭ ও ২০১৮ সনে এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ) ভর্তি করা হবে। চাকুরীজীবী প্রার্থীদের মোট আসন সংখ্যার সর্বোচ্চ ১০% শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে। চাকুরীজীবীদের ক্ষেত্রে যে কোন বছরে এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবে।

৭.২ চাকুরীজীবী প্রার্থীগণকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানের নিকট হতে ভর্তির অনুমতিপত্র ও অধ্যয়নকালীন ছুটির অনুমতিপত্র আবেদন ফরমের সাথে জমা দিতে হবে।

৭.৩ প্রার্থীদেরকে প্রথম পর্বে মেধা ও কোটা ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে। তবে ভর্তির সময় মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে।

৭.৪ সকল জেলাসমূহ থেকে এস.এস.সি. বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই করা হবে। সাধারণ মেধা তালিকা প্রণয়নকালে উপজাতি, পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে মেধা বিবেচনা করতে হবে।

৭.৫ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রার্থীদের এস.এস.সি. অথবা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জি.পি.এ./ নম্বরের ভিত্তিতে ৫%, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য ৫% আসন, প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য ৫% এবং ১০% মহিলা কোটায় ভর্তির জন্য প্রার্থী বাছাই করতে হবে।

৮.০ ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে (সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য)ঃ

৮.১ টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটসমূহে ভর্তির আবেদন বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট www.bteb.gov.bd এবং www.btebadmission.gov.bd এ অনলাইনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সম্পন্ন হবে।

৮.২ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলাদের জন্য ১০% আসন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য প্রতিটি ইন্সটিটিউটে ২টি করে আসন, মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য ৫% আসন, বস্ত্র অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত টেক্সটাইল ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান হতে এস.এস.সি. (ভোকেশনাল) উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জন্য ৩০% আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং উক্ত আসনে মেধানুযায়ী আবেদন ফরমে বর্ণিত পছন্দের ভিত্তিতে টেকনোলজি বন্টন করতে হবে।

৯.০ ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ ও ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক এর ক্ষেত্রে (সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য)ঃ

৯.১ ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ ও ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক টেকনোলজির ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ভর্তি সংক্রান্ত সকল কোটা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

৯.২ ডিপ্লোমা ইন ফরেস্ট্রি, ডিপ্লোমা ইন ফিসারিজ ও ডিপ্লোমা ইন লাইভস্টক টেকনোলজি শিক্ষাক্রমে ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীদের অন-লাইন এর মাধ্যমে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে।

১০.০ এনরোলমেন্ট ও ইমার্জিং টেকনোলজি সংযোজন ঃ

১০.১ বিশ্ব চাহিদার নিরিখে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইমার্জিং টেকনোলজিসমূহ অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে।

১০.২ কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে ২০২০ সাল নাগাদ ২০% এনরোলমেন্ট অর্জনে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় রাখতে হবে।

১১.০ ভর্তি কমিটি, অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা ঃ

১১.১ সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয়ের জন্য বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড একটি কমিটি গঠন করবে।

১১.২ গঠিত কমিটি ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ, বাজেট ব্যবস্থাপনা ও ব্যয় নির্বাহ-এর বিষয়ে সুপারিশ করবে।

১১.৩ ভর্তি কার্যক্রম সুষ্ঠভ্যবে সম্পন্ন করার জন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনী উপ-কমিটি গঠন করতে পারবে।

১২.০ ভর্তি সংক্রান্ত প্রশাসনিক কার্যক্রম ঃ

১২.১ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে এবং প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/সন্তানের সন্তানদের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত সম্পর্ক সনদ দাখিল করতে হবে।

১২.২ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রার্থীদের প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র জমা দিতে হবে।

১২.৩ সরকার নির্ধারিত সকল কোটায় প্রচলিত বিধি অনুযায়ী ভর্তির পর কোন আসন শূন্য থাকলে তা সাধারণ মেধা তালিকা হতে পূরণ করা যাবে।

১২.৪ ভর্তির সময় সকল প্রার্থীকে তাদের এস.এস.সি./সমমান পরীক্ষা পাসের প্রমাণ হিসেবে বোর্ড হতে প্রদত্ত মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা দিতে হবে এবং নিবন্ধনভূক্তির সময় হার্ড কপির সাথে মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট বোর্ডে জমাপ্রদান করতে হবে এবং শিক্ষাক্রমের সর্বশেষ পরীক্ষা পর্যন্ত উল্লিখিত মূল নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জমা থাকবে। এ সময়ের মধ্যে কোন প্রার্থী উক্ত নম্বরপত্র/ ট্রান্সক্রিপ্ট ফেরত চাইলে প্রতিষ্ঠান তার ভর্তি বাতিল করে তা ফেরত দিতে পারবে।

১২.৫ ভর্তিকৃত কোন শিক্ষার্থী ক্লাস শুরুর ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে ক্লাসে যোগদান করতে ব্যর্থ হলে তার ভর্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্ত শূন্য আসন পরবর্তী ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে অপেক্ষমান তালিকা হতে মেধাক্রমানুসারে পূরণের ব্যবস্থা করা যাবে।

১২.৬ ডিপ্লোমা প্রথম পর্বে প্রতি গ্রুপ ও প্রতি টেকনোলজিতে ৫০ জন (ড্রপআউটসহ) শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

১২.৭ এইচ.এস.সি. (ভোকেশনাল)/এইচ.এস.সি. (বিজনেস ম্যানেজমেন্ট) প্রতি পর্বে প্রতি ট্রেডে/ স্পেশালাইজেশনে ৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে।

১২.৮ ভর্তির জন্য নির্বাচিত প্রার্থীর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মেডিকেল অফিসার বা সিভিল সার্জন কর্তৃক মনোনীত মেডিকেল অফিসার দ্বারা শারীরিক যোগ্যতার সনদ দাখিল করতে হবে। এ জন্য প্রার্থীকে ১০০/- (একশত) টাকা ফি প্রদান করতে হবে।

১২.৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সময় শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড নির্ধারিত নিবন্ধন ফি প্রদান করতে হবে। ক্লাস আরম্ভের তারিখ হতে ৪৫ দিনের মধ্যে অন-লাইন নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

১২.১০ ভর্তি নীতিমালা-২০১৮ এর আলোকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনীয় ভর্তি নির্দেশিকা জারি করবে।

১২.১১ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সরকারি প্রতিষ্ঠানে অথবা সরকারি টি.এস.সি. হতে সরকারি পলিটেকনিক এ বদলি হতে পারবে না।

১২.১২ বাংলাদেশ সরকারের বিদেশি ছাত্র ভর্তি নীতিমালা অনুসরণপূর্বক যে কোন প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ০৫ জন বিদেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়া সাপেক্ষে বোর্ড কর্তৃক অনুমতি প্রদান করা হবে।

১২.১৩ ‘ও’ লেভেল হতে যারা পাস করেছে তাদের নম্বর সনদ এস.এস.সি. এর সমমান করে মেধাক্রম অনুসারে ভর্তি সুযোগ দেওয়া হবে।

১৩.০ ভর্তি ও ফি ঃ

১৩.১ অন-লাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা টেলিটক মোবাইল/শিওর ক্যাশ/রকেট সার্ভিসের মাধ্যমে জমাদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০(দশ)টি টেকনোলজি/ট্রেড/স্পেশালাইজেশন -এ আবেদন করা যাবে। অন-লাইনে প্রতি শিফটের জন্য মাত্র একবারই আবেদন করা যাবে।

১৩.১.১ ডিপ্লোমা পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে ফি প্রযোজ্য হবে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা	মন্তব্য
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	২০০/-	বোর্ডের প্রাপ্য
২.	রোভার স্কাউট ফি	১৫/-	
৩.	রেডক্রিসেন্ট ফি	২০/-	

সরকারি পলিটেকনিক ও সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজসমূহে ভর্তির জন্য ১১২৫/- টাকা এবং অন্যান্য সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি জন্য ২৩৫/- টাকা শিওর ক্যাশ/রকেট সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান সাপেক্ষে ভর্তি নিশ্চয়ন করতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি থাকলে, বিলম্বে ভর্তি হলে এবং শাখা/বিষয় পরিবর্তন করলে তার নিকট হতে উপরিউক্ত ফিএর অতিরিক্ত ফি গ্রহণ করা যাবে।

১৩.১.২ এইচ.এস.সি./সমমান শিক্ষা ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হারে ফি প্রযোজ্য হবে।

ক্রমিক নং	বিবরণ	টাকা	মন্তব্য
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	১২০/-	বোর্ডের প্রাপ্য
২.	ক্রীড়া ফি	৩০/-	
৩.	রোভার/রেঞ্জার ফি	১৫/-	
৪.	রেডক্রিসেন্ট ফি	২০/-	
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	০৭/-	
৬.	বার্ষিক ক্রীড়া মঞ্জুরী ফি	২০০/-	প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্য

১৯২/- টাকা টেলিটক মোবাইল/শিওর ক্যাশ/রকেট সার্ভিসের মাধ্যমে প্রদান সাপেক্ষে ভর্তি নিশ্চয়ন করতে হবে।

১৩.২ (১) সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল/পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা, পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা/ঢাকা ব্যতিত অন্যান্য মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি হবে না।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত আংশিক এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এমপিও বহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফিসহ বাংলা মাধ্যমে ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে। উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না।

(৩) দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উল্লিখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১৪.০ ভর্তির বিষয়ে প্রচার কার্যক্রম ঃ

১৪.১ ভর্তি কার্যক্রমের প্রচারের নিমিত্ত রেডিওতে প্রচার, টেলিভিশনে প্রচার, স্থানীয় কেবল নেটওয়ার্কে প্রচার, স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, পোস্টার/লিফলেট বিতরণ ও এলাকায় ব্যাপক মাইকিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৪.২ প্রতিষ্ঠান প্রধানগণ জেলা প্রশাসকের মাসিক সমন্বয় সভায় যোগদান করে কারিগরি শিক্ষায় ভর্তি নিশ্চিত করণে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করবেন।

১৪.৩ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কেন্দ্রীয়ভাবে ভর্তির প্রচারণা চালাবে।

১৪.৪ প্রচারণা সংক্রান্ত একটি কমিটি গঠন করে প্রচারণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

১৪.৫ সরকারি/বেসরকারি সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সংক্রান্ত হেল্প ডেস্ক চালু করবেন।

১৫.০ নীতিমালার কার্যকরিতা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ঃ

১৫.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

১৫.২ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ প্রতিষ্ঠানটির এম.পি.ও. ভুক্তি বাতিল করা হবে।

১৫.৩ সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ নীতিমালায় কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১৬.০ ভর্তি সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্যাবলী:

১৬.১ ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাবলী বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.bteb.gov.bd এবং www.btebadmission.gov.bd এর সংশ্লিষ্ট-কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/ প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট হতে সংগ্রহ করা যাবে।

১৬.২ ২০১৮-২০১৯ শিক্ষাবর্ষ হতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত সকল শিক্ষাক্রমের ভর্তি কার্যক্রম শুধুমাত্র অনলাইনে এবং শিক্ষার্থীদের এস.এস.সি. বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জি.পি.এ. এর ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হবে।

১৬.৩ ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় পরিপত্র জারি করবে।

১৬.৪ কোন বিষয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে আদালতের বিষেধাজ্ঞা থাকলে সে বিষয়ে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাবে না।

০৬.৫.২০১৮

(মোঃ আলমগীর)
সচিব
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

নং- ৫৭.০০.০০০০.০৫২.২২.০০২.১৮-২৬৩ তারিখ ঃ ২৩ বৈশাখ, ১৪২৫
০৬ মে, ২০১৮

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়,
৫. সচিব, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. কমিশনার, (সকল বিভাগ)।
১৩. মহাপরিচালক কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪. মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবহণ পুল ভবন, ঢাকা।
১৬. চেয়ারম্যান, আন্ত: শিক্ষা বোর্ড ও মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড, বকশি বাজার, ঢাকা।
১৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, বকশি বাজার, ঢাকা।
১৯. যুগ্মসচিব (কারিগরি), কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবহণ পুল ভবন, ঢাকা।
২০. পরিচালক (ব্যানবেইস), পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা।
২১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, পরিবহণ পুল ভবন, ঢাকা।
২২. জেলা প্রশাসক, (সকল জেলা)।
২৩. অধ্যক্ষ, সকল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট/টেকনিক্যাল স্কুল এ্যান্ড কলেজ।
২৪. প্রোগ্রামার, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(নীতিমালাটি অত্র বিভাগের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
২৫. অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরিবহণ পুল ভবন, ঢাকা।

(সুবোধ চন্দ্র ঢালী)
উপসচিব (কারিগরি-২)
ফোন ঃ ০২-৯৫৮২০৫৫